দামুড়হুদায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে গরু ব্যাবসায়ী মৃত্যু

দামুড়হুদায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ছাবের আলী মোল্লা (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

সোমবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি গরুর হাটের কাছে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ছাবের আলী মোল্লা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার কেষ্টপুর গ্রামের লিয়াকত আলী মোল্লার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে গরু ক্রয়ের জন্য ব্যাটারি চালিত আটোরিকশা যোগে ডুগডুগি পশু হাটে যান ছাবের আলী মোল্লা। পশু হাটে পৌঁছালে অটোরিকশা থেকে নামার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক অটোতে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ছিটকে পড়ে ট্রাকের পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে তিনি নিহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গায় সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: মাহবুবুর রহমান বলেন, হাসপাতালে নেয়ার আগেই ছাবের আলী মোল্লা মারা যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানা ওসি আঃ খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত যুগ্ন-সম্পাদকের

উপর হামলা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত যুগ্ন-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবি’র উপর পরিকল্পিত হামলায় সাংবাদিক মহল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

জানা গেছে, গত শনিবার রাত ৭ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড় বাজারে এ ঘটনা ঘটে। দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ প্রেস ক্লাবের সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যায়। এসময় প্রেস ক্লাবের যুগ্ন-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবি ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক শরীফ রতন দুজনে ব্রীজ মোড় বাজারে সিদ্ধ ছোলা খাচ্ছিলো।

সে সময় কার্পাসডাঙ্গার কোমরপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে বখতিয়ার রহমান বকুল ও তার চাচাতো ভাই সুকলালের ছেলে সোহাগ হঠাৎ হাবি কে পিছন থেকে কাঠের বাটামসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপির করে।

এসময় হাবি তাদের মারপিটে মারাত্বক জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, এসময় প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ আহত হাবিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবি ঐ রাতেই দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্ভূক্ত কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের বিল্লালের ছেলে বখতিয়ার রহমান বকুল ও সুকলালের ছেলে সোহাগের নাম উল্লেখ করে অঙ্গাত ৪/৫ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

দামুড়হুদায় মুহুরি আলমগীরের দুর্নীতির শেষ কোথায়?

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সাব-রেজিস্টারের অফিসের

মুহুরি আলমগীরের বিরুদ্ধে ভুয়া দলিল ও জালিয়াতি করে জমির নাম খারিজ করে জমি বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা জায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গাং পাড়া গ্রামের নিকবার আলীর ছেলে ফারজুল ইসলাম জমি ক্রয় করে একই ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীরের মাধ্যমে। ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারা কাছ থেকে মোট ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করেন, দাম ৫৭লক্ষ টাকা, কিন্তু ওই দাগে রওশনারার মোট ৩ কাঠা জমি ছাড়া আর কোন জমি েইন। তবে কি ভাবে মুহুরি আলমঙ্গীর ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমির নাম খারিজ করে জমি রেজিস্টি করে দিলো।

ভুক্তভোগী নিকবার আলী বলেন, তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীর মুহুরির মাধ্যমে ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারার কাছ থেকে গত ১১/১১/২০২০ইং তারিখে ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করি। জমির দাগ নং ৬৬৭৩/২০, এখন দেখতে পাচ্ছি রওশনারার মোট জমি আছে ৫ কাঠা, জমির দলিলও জাল। নাম খারিজও করেছে চিটারী করে, আমার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আমি মূর্খ মানুষ লেখা পড়া জানিনা মুহুরি আলমঙ্গীরের নিজের ছেলের মত ভাবতাম, আমি কখনও ভাবিনি আলমগীর আমার সাথে এই ধরনের চিটারী বাটপারী করবে। আমি এই অন্যায়ের বিচার চাই।

মুহুরি আলমগীরের মত চিটার বাটপারের কারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর যেন কারো এমন ধরনের ক্ষতি না হয়। আমি বাটপার আলমগীরের নামে মামলা করবো। আমি দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বাটপার আলমগীরের লাইসেন্স বাতিল করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হোক।

চুয়াডাঙ্গায় নদীর তীর থেকে মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রাম সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীর তীর থেকে একটি মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কঙ্কালটির বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, উজিরপুর গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষার্থী সন্ধ্যার আগে নদীর তীরে মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় দেখতে পায়।

পরে তারা স্থানীয়দের জানালে এলাকাবাসী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ওগুলো মর্গে পাঠানো হবে এবং ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ওসি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে অন্য কোনো এলাকার কঙ্কাল ডুবন্ত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়ে উজিরপুর গ্রামের সন্নিকটে এসে বেধে যায়। এতোদিন নদীতে বাড়তি পানি থাকায় সেগুলো দেখা যায়নি। সম্প্রতি নদীর পানি কমে আসায় কঙ্কালটি এলাকাবাসীর চোখে পড়ে।

দামুড়হুদায় ৫০ মিটারের ব্যবধানে ২টা ইট ভাটা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুরে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে, কৃষি জমিতে ৫০ মিটারের ব্যবধানের মধ্যে গড়ে উঠেছে দুইটি ইট ভাটা।

পরিবেশ অধিদপ্তরে নাম মাত্র আবেদন করে ছাড় পত্র ছাড়াই ইট ভাটা মালিকরা আবাদি জমি ও জনবসতি এলাকায় রাত দিন ইট পোড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইট ভাটার বিষাক্ত ছাই ও কালো ধোঁয়ায় ফলন হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, শত শত একর জমির বোরো ধান, রবিশস্য, এবং আমসহ বিভিন্ন ফসলের।

সেই সাথে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে ইট ভাটার পাশ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রাম পুর-তারিনী পুর গ্রামে বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে মেসার্স নিউ শেখ ব্রিকস ও হেড ব্রিকস নামের দুইটি ইট ভাটা গড়ে উঠেছে।

এসব ইট ভাটার একটিও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই, পরিবেশ অধিদপ্তরের নাম মাত্র আবেদন করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে চলছে ইট পোড়ানোর কাজ। ইট ভাটার আয়তন দুই একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নিয়ম থাকলেও বিস্তৃর্ণ এলাকা দখলে নিয়েছেন তারা। ভরাট করেছেন পানি নিষ্কাশনের পথ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইট ভাটার মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছেন না।

জয়রাম পুরের কৃষক বজলু, তাহের, রমজান, মনিরুল, জানান ইট ভাটার মালিকরা জমি ভাড়া নিয়ে ইট পোড়ানোর কাজ করছেন। এসব ইট ভাটার কালো ধোঁয়ায় পাঁচ ছয় বছর ধরে বোরো ও আমন ধানের ফলন বিঘা প্রতি ছয় সাত মণ কমে এসেছে, ভাটার কালো ধোঁয়া সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে বিভিন্ন বাগানের, ধোঁয়ার বিষক্রিয়ায় কয়েক বছর ধরে এ এলাকায় আম, কাঁঠাল, নারকেল সহ বিভিন্ন ফল ধরাও কমে গেছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, জমির উপরিভাগের মাটি দিয়ে ইট তৈরি করার কারণে ওই এলাকার জমির উর্বরা শক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে, এটা কৃষির জন্য মারাত্মক হুমকি, শিগগিরই দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গা ফসলি জমির উপর রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় সচেতন মহলের আয়োজনে কোমরপুর ব্রীজ

মোড়ে (কার্পাসডাঙ্গা ৪নং ওয়ার্ড কোমরপুর-বাঘাডাঙ্গা) ডা. রবিউল হকের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। এদেশে কৃষক সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কৃষি জমি নষ্ট করে রেল লাইন স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে ভুক্তভোগী কৃষকরা। যে কারণে শত শত বিঘা কৃষি জমি নষ্ট হবে। এলাকার কৃষিজীবী মানুষ না খেয়ে মরবে। বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরে যেখান দিয়ে পিলার স্থাপন করা হচ্ছে সে সব জমি অধিকাংশ ৪ ফসলি।

আর এসব ফসল ফলিয়ে কৃষকেরা কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করে। বর্তমান সময়ে কোন কৃষকেরই ১০ বা ২০ বিঘা জমি নাই। কারো ২ বিঘা, কারো ১ বিঘা বা কারো ১০ কাঠা। এই শেষ সম্বলটুকু যদি রেললাইন করতে চলে যায় তবে কৃষকদের ঐ রেল লাইনেই মাথা দিয়ে মরতে হবে। তাছাড়া তারা তো বাড়ি গিয়ে সন্তানদের মুখে এক মুঠো খাবারও তুলে দিতে পারবেনা। তাই তাদের বিকল্প পথ রেললাইনে মাথা দিয়ে মরা।

সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি রেল লাইন স্থাপন করে এলাকায় দূর্ভিক্ষ ডেকে আনবেন না। সাধারণ কৃষককে দুমুঠো ডাল ভাত খাওয়া থেকে বঞ্চিত না করে তাদের বাঁচাতে বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরের ৪ ফসলি জমি দিয়ে রেল লাইন না করার জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

এসময় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জাহিদুর রহমান মুকুল, রবিউল হোসেন শুকলাল, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মন্টু, ডা. ইবাদত আলী, আবুল কাশেম, আশরাফ আলী, রবজেল আলী, হযরত আলী, মহাসিন আলী, নোয়াজ্জেশ আলী, আলাউদ্দিন, মওলা বক্স, তমিজ উদ্দিন, মোস্তাফিজ কচি, বখতিয়ার বকুল, মেহেদি মিলন, আবুজাফর, আক্তার, সানাউল কবির শিরিন, তারিকুল, গনি,শেখ শাহিন, আশাদুল,তপু মন্ডল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে রবিউল হোসেন শুকলালকে আহবায়ক ও মনিরুজ্জামান মন্টুকে যুগ্ম আহবায়ক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রেল লাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তে বিএসএফ গুলি করে ওমিদুল ইসলাম (২২) নামে এক যুবককে হত্যা করেছে। রবিবার (১৮ অক্টোবর) ভোররাত ৪টার দিকে ঠাকুরপুর সীমান্তের ৮৯ নম্বর মেইন পিলার বরাবর ভারতের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ওমিদুল ইসলাম দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর স্কুলপাড়ার শহিদুল ইসলামের ছেলে।

নিহতের পারিবারিক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে ওমিদুলসহ ৬/৭ জন সীমান্তের ৮৯ নম্বর মেইন পিলারের কাছ দিয়ে ভারতের হুদাপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে গরু কেনে। রবিবার ভোররাত ৪টার দিকে গরু নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় হুদাপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

এ সময় ওমিদুল গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। রাতেই ঘটনাস্থল থেকে বিএসএফ সদস্যরা লাশ নিয়ে গেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু জানান, ভারত থেকে গরু কিনে নিয়ে আসার সময় বিএসএফ সদস্যরা তাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

মুন্সীপুর বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার কাজী আজাদ জানান, লাশ ফেরত চেয়ে বিএসএফের কাছে চিঠি দেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি পরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান জানান, ঘটনার কড়া প্রতিবাদ ও নিহত বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ ফেরত চেয়ে বিএসএফকে চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদায় ৬টি স্বর্ণের বারসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা কুতুবপুর মাঝপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬টি র্স্বণের বারসহ কলিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি।

গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।

বিজিবি জানায়, বিভিন্ন সূত্র মারফত বিশেষ তথ্যের ভিত্ততে জানা যায় যে, স্বর্ণ চোরাকারবারীগণ সীমান্ত এলাকায় আগমন করে অভিনব কায়দায় পেটের মধ্যে স্বর্ণ বহন করছে বা স্বর্ণ চোরাচালান করতে পারে।

সেই তথ্যের ভিত্তিতে মুন্সিপুর বিওপির টহল দল স্বর্ণ চোরাকারবারী মোঃ কলিম উদ্দিন (৩৮) নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে তাকে ব্যক্তিকে তল্লাসী করলে তার মলদ্বার হতে ০৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ০৬টি স্বর্ণের বারের ওজন-৬৬৮ গ্রাম (৫৭ ভরি ০৫ আনা), যার বর্তমান বাজার মূল্য-৩৯ লক্ষ ৫৪ হাজার পাঁচশত বাষট্টি টাকা। আটককৃত স্বর্ণের বারসহ আসামী মোঃ কলিম উদ্দিন দামুরহুদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদার দুধপাতিলা বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ।

বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার

দুধপাতিলা বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরন উদ্বোধন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের অফিসার মোঃ মোশাররফ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের আয়ূব আলী সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়া আরো ৫ টি বিল সহ মোট ৬ ট বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়েছে, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি পশুর হাট দুয়া বিল, দলকা- লক্ষীপুর বিল সহ বিভিন্ন স্থানে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় ১৯ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আটকবর মোড়ে অভিযান চালিয়ে ১৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ কাবিদুল ইসলাম নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এস আই মোঃ পলাশ পারভেজ, এএসআই মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ জগন্নাথপুর আটকবর মোড় এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের মোঃ আঃ ওহাব এর ছেলে মোঃ কাবিদুল ইসলাম (২৫) কে জগন্নাথপুর আটকবর মোড় থেকে আটক করে পুলিশ। এ সময় আসামির কাছ থেকে ১৯ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয় ।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুল খালেক বলেন আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করা হয়েছে এবং শনিবার আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।